wbtm½ heivR

# ভুলের মাশুল গুনলেন গাঙ্গুলি

**নাসিম আহমেদ ও মিশায়েল আহ্‌মাদ**

চলতি ফয়সালাবাদ টেস্টে বাদ পড়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত সংখ্যায় আমরা বলেছিলাম টেস্ট সিরিজের পর অথবা এই দ্বিতীয় টেস্টেই বাদ পড়তে পারেন 'প্রিন্স অব ক্যালকাটা'। লাহোরে ইনিংস ওপেন করতে সৌরভের অপারগতা যে তার জন্য বুমেরাং হতে পারে সেটা বলতে জ্যোতিষী হতে হয় না।

লাহোরে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলা যে গ্রেগ চ্যাপেল সহজে মেনে নেবেন না এটা সহজবোধ্য। চ্যাপেল অস্ট্রেলিয়ার কঠোর ক্রিকেট নীতিতে অভ্যস্ত। ওখানে একাদশ গঠন করা হয় ফর্মের ভিত্তিতে। দু'বছর ফর্মে না থাকা গাঙ্গুলিকে যে তিনি বাদ দিতে চাইবেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ সিরিজের জন্য চ্যাপেল তাকে চাননি। শারদ পাওয়ার দলের সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলে ঘোষণা দেন যে, সৌরভ দলের জন্য 'অপশক্তি' নয়। তখন চ্যাপেল ভারতের ক্রিকেট রাজনীতি বুঝতে পেরে গাঙ্গুলিকে পাকিস্তান নিয়ে যেতে আপত্তি করেননি। অবশ্য প্রথম টেস্টে সৌরভের স্থান প্রথমে হয়নি, ভারত থেকে চাপ আসায় একাদশে সুযোগ হয় তার। নিজের পায়ে যে কুড়াল মেরেছেন সেটা তো আগেই বলা হয়েছে।

ফয়সালাবাদের উইকেটও যে ব্যাটসম্যানদের সাহায্য করবে সেটা ভারত জানে। ফলাফল আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রায় দু'দিন ধরে ব্যাট করে পাকিস্তান তাই প্রমাণ করেছে। শেষ টেস্ট করাচিতে। ঐতিহাসিকভাবে করাচির উইকেট ফাস্ট ও বাউন্সি। ব্যাটসম্যানদের বিপদে ফেলতে পেসারদের মাথার ঘাম পায়ে পড়বে না। ভারত অবশ্যই সিরিজ জিততে এসেছে। দলের কোচ ও অধিনায়ক দুজনেই নতুন। নিজেদের মুখ ও গদি রক্ষার্থে ও দলের স্বার্থে জয়ের জন্য তারা শেষ চেষ্টা করবে। সেটা মাথায় রেখেই ফয়সালাবাদে গাঙ্গুলির পরিবর্তে পেসার রুদ্র প্রতাপ সিংকে খেলানো হচ্ছে। কারণ পেসারপন্থি করাচিতে একজন বাড়তি ফাস্ট বোলারের জুড়ি নেই। যদি ফয়সালাবাদে তাকে ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ দেয়া হয় তাহলে শেষ টেস্টে ভারত ভালো প্রস্তুতি নিয়ে হানা দিতে পারবে। যেহেতু এ টেস্টও ড্রয়ের দিকে ফলে শেষ টেস্ট হবে উভয় দলের জন্য সর্বশেষ সুযোগ। রুদ্র প্রতাপ সিং চলতি টেস্টের প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নিয়ে তার দিক থেকে সন্দেহ ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন। দলীয় ম্যানেজমেন্টের সৌরভকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত অবশ্যই যথার্থ। ওপেনিংয়ে সেওয়াগ-দ্রাবিড়। মিডল অর্ডারে লক্ষণ, শচীন, যুবরাজ ও ধোনি। ছয়জন ব্যাটসম্যান ও পাঁচ বোলার। অনেকে তর্ক করতে পারেন যে লক্ষণ তো অতো ভালো ফর্মে নেই। কিন্তু সেই ফর্মও গাঙ্গুলির থেকে ভালো। তার ওপর লক্ষণ ভারতের 'ক্রাইসিস ম্যান'। যুবরাজ প্রতিভাবান, তাকে সুযোগ দেয়া উচিত। তিনি একের মধ্যে তিন-এর মানে একাধারে ব্যাটসম্যান, স্পিন বোলার ও দলের সেরা ফিল্ডার। ইউনুস খানের ক্যাচটি যার জ্বলন্ত প্রমাণ। যাই হোক, ফলাফল হলো সৌরভের এ পরিস্থিতিতে দলে ফেরা সম্ভব নয়। শুধু যে তার ফর্ম নেই সেটা তো নয়, তার বোলিং খুব সাদামাটা ও ফিল্ডার হিসেবে কোনোদিন তার কোনো খ্যাতি নেই। অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন বাজে ফর্ম, বদমেজাজ ও নাক উঁচু স্বভাবের কারণে। তাছাড়া বয়সও তার বিপক্ষে, তিনি এখন বত্রিশ। এ একাদশে ছয় ব্যাটসম্যানের কেউই তার চেয়ে বড় নয়। এবং নতুন খেলোয়াড়রা সুযোগের অপেক্ষায়।

ভারতীয় ক্রিকেটে বাজে ফর্মকে বরদাস্ত করা হয় না। প্রমাণ হিসেবে আছে গাভাস্কার, শাস্ত্রি, শ্রীকান্ত, সিধু, মাঞ্জেরেকার, আজহারউদ্দিন। গাঙ্গুলিকেও উপলব্ধি করতে হবে পরিস্থিতিকে। তিনি কোনো বলির পাঁঠা নয়।

জাতীয় দলে সৌরভ গাঙ্গুলির ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই- এটা বলতে পারছি না। কারণ উপমহাদেশে রাজনীতি দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রিত। ভারতের পরবর্তী হোম সিরিজ দেরি আছে। ঘরোয়া মৌসুম অর্ধেক শেষ। নিজেকে প্রমাণ করে দলে ফিরে আসতে হলে আদা-জল খেয়ে রানের পাহাড় গড়লেই হবে না, বিরুদ্ধ স্রোতের অনেক কিছুই তার পক্ষে টানতে হবে।

এ সময়ে এসে গাঙ্গুলির নিজ সম্মান আর না খুইয়ে এখনি দলের স্বার্থে সরে আসা উচিত। পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া তার পক্ষে আর কেউ নেই। বুঝতে হবে যে তার সময় শেষ হয়ে এসেছে।